আজকের কাগজ

তারিখ ... 28 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

ছাত্রঐক্যের সমাবর্তন উৎসব বর্জন

উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও কালোপতাকা প্রদর্শন

নিজাম উদ্দিন জোয়ার্দার/আব্বাস উদ্দিন ঃ নজিরবিহীন নিরাপত্তা ও জাকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তবে উপাচার্য আব্দুল হামিদ-এর অপসারণের দাবিতে অধিকাংশ ছাত্র সমাবর্তন অনুষ্ঠান বয়কট, বিক্ষোভ প্রদর্শন, কালোপতাকা প্রদর্শন ও সমাবেশ করে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এ অনুষ্ঠান বয়কটের আহবান জানিয়েছিলো।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, দুর্নীতিবাজ বর্তমান উপাচার্য আবদুল হামিদের অপসারণ ও ছাত্রনেতা আফসার আলীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে তারা এ সমাবর্তন অনুষ্ঠান বয়কটের ডাক দেয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠান চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সংলগ্ন মদনডাঙ্গা বাজারে ছাত্রলীগ (ম-ই) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা শাহজাহান আলম সাজুর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এক বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য রাখেন আলমগীর হোসেন খান, আব্দুর রশিদ বকুল, বিশ্বজিৎ সাহা, কার্তিক বিশ্বাস প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয়ে এ সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হলেও সনদপত্র গ্রহণকারী ১০২৫ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩২৫ জন ছাত্রের নাম রেজিস্টি করা হয়েছে। এই ৩২৫ জনের মধ্যে অনেকেই আবার এ অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি।

সমাবেশ শেষে তারা কালোপতাকা ও ব্যানারসহ বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ ও বিডিআর তাদের বাধা দেয়। ফলে সেখানেই ছাত্ররা রাস্তার ওপর বসে পড়ে। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তারা বর্তমান উপাচার্যের অপসারণ ও ছাত্রনেতা আফসারের নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া না হলে আন্দোলনের ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ছাড়াও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসক্লাবের কোনো সাংবাদিককে ঢুকতে দেয়া হয়নি।

বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে তবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।